দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২৬ JUN 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মধ্যমানের প্রযুক্তিবিদ হতে পারছে না বছরে ৪০ হাজার শিক্ষার্থী

■ সাঈদ টিটু, বরিশাল অফিস

শিক্ষাবোর্ডগুলোতে এসএসসি'র পাসের হার বৃদ্ধি পেলেও সে অনুপাতে দেশের ৪১টি পলিটেকনিক এবং ৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। এর মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় শিফট ভর্তি কর্মসূচী। এতে করে বছরে কমপক্ষে ৪০ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে মধ্যমানের প্রযুক্তিবিদ হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশে ২০টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে একটি মহিলা পলিটেকনিক। আশির দশকে দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়তে ◄ এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

মধ্যমানের প্রযুক্তিবিদ

২০ পৃষ্ঠার পর

থাকলে ১৯৯৭ সালে ২০টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে '২য় শিফট চালুকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীন শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ বছরই তৎকালীন সরকার 'পুরাতন ২০টি সরকারি পলিটেকনিক আধুনিকায়ন এবং দেশে ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পের অধীনে দেশে নতুন করে ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। একইভাবে ২০০৫ সালে প্রকল্পের অধীনে দেশে আরো ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে প্রকল্পের অধীনে নির্মিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়তে থাকে। কিন্তু আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পলিটেকনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে দুই শিফট চালু থাকলেও প্রকল্পের অধীনে দেশের ২১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিনেও দ্বিতীয় শিফট চালু করা হয়নি। এক হিসাবে দেখা গেছে প্রতিবছর ১৮ হাজার এসএসসি পাস শিক্ষার্থী দেশের ৪১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ পায়। মেধাবী হয়েও প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে প্রতিবছর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে মধ্যমানের প্রযুক্তিবিদ হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কমপক্ষে ৩০ হাজার শিক্ষার্থী।

এ ব্যাপারে বরিশাল সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মীর মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এবং প্রকল্পের অধীন পরিচালিত রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ওমর ফারুক ও ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ইত্তেফাককে জানান, আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় প্রতিবছর বঞ্চিত হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের চাপ সামাল দিতে আসন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ৩৩টি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র আকারে চালু করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সরকার ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বস্ত্র দপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করে। ১৯৮১ সালে ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য বরিশাল, চট্টগ্রাম, পাবনা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও নোয়াখালীতে ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে দুইবছর মেয়াদি ট্রেড সার্টিফিকেট ইন টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়। ১৯৯০ সালে ঐ ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরায় বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের চাপ থাকায় ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি দেশের ঐ ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে ৩ বছর মেয়াদি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। এতে করে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়তে থাকায় কোর্সটিকে ৪ বছর মেয়াদি করা হয়। পরে পাবনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে বিএসসিতে রূপান্তর করা হলে তাতে এসএসসি পাস শিক্ষার্থীদের ভর্তি বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে বাকী ৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শুধু এসএসসি পাস শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। ঐ ৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের জন্য ৯৬টি করে আসন বেঁধে দেয়া হয়। ঐ ৯৬টি আসনের বিপরীতে প্রতিটি কলেজে প্রতি বছর তিন হাজারের অধিক শিক্ষার্থী আবেদন করে। শিক্ষার্থীদের চাপ সামাল দিতে ২০০৫ সালে 'দেশের ৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফট চালু' কর্মসূচি হাতে নেয়া হলেও গত বছর তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এ বছর থেকে দেশের ৩টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফটে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারছে না। কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় এক শিফটে ৯৬ জন করে ৩টি কলেজে মাত্র ২৮৮ জন এসএসসি পাস শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। ঐ সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে ৩টি কলেজে ১০ হাজারের অধিক আবেদন জমা পড়ছে প্রতি বছর। এ ব্যাপারে বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানসহ প্রতিষ্ঠানের একাধিক অধ্যক্ষ ইত্তেফাককে জানান, দ্বিতীয় শিফট কর্মসূচির সময়সীমা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বারবার আবেদন-নিবেদন করেও কোন সাড়া মেলেনি। এতে করে মধ্যমানের প্রযুক্তিবিদ হওয়া থেকে দেশের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে।